# শততম বর্ষে—নভেম্বর বিপ্লবের বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক

## শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

এই বছর অর্থাৎ ২০১৭ সাল মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ। এই শতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্টরা, বামপন্থী ও প্রগতিশীল অংশ এবং শ্রমজীবী- মেহনতি মানুষ মর্যাদার সাথে পালন করছেন। শতবর্ষ পূর্বে এই বিপ্লব রুশ দেশে সংগঠিত হলেও এই বিপ্লবের তাৎপর্য আন্তর্জাতিক। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব একমাত্র বিপ্লব নয়। বহু বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে মানব সভ্যতা। কিন্তু পূর্বেকার সমস্ত বিপ্লবের সাথে নভেম্বর বিপ্লবের মৌলিক পার্থক্য হলো এই, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নয়, সমস্ত ধরনের শোষণের অবসান ঘটানো হলো। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল এই বিপ্লবের মূল্য লক্ষ্য। শোষণহীন, উন্নত, সমৃদ্ধ সমাজের বার্তাই নিয়ে এসেছিল নভেম্বর বিপ্লব। আজও সমগ্র পৃথিবীর মেহনতি মানুষের যে সংগ্রাম— রুটি- রুজি- জীবন- জীবিকা- অধিকার- গণতন্ত্রের পক্ষে তথা শোষণের বিরুদ্ধে — সমস্ত সংগ্রামের সামনে আলোকবর্তিকা নভেম্বর বিপ্লব।

### বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করল প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ

নভেম্বর বিপ্লবের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো এর মধ্য দিয়ে বিশ্বে সর্বপ্রথম সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠল। সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই বিপ্লবের ৪৬ বছর পূর্বে ১৮৭১ সালে প্যারি নগরীতে শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে প্যারি কমিউন স্থাপন করেছিলেন। মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী ছিল এই কমিউন। ফরাসি পুঁজিপতিশ্রেণির প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে এই কমিউন শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়েছিল । প্যারির হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের রক্তে ভেসে গিয়েছিল সমগ্র শহরের রাজপথ। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়েও প্যারির শ্রমিকদের পরাজয় ঘটেছিল। প্যারি কমিউনের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস এক অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্যারি কমিউন থেকে প্রাপ্ত যে শিক্ষাগুলি তুলে ধরলেন তা মার্কসবাদ- লেনিনবাদের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। এই প্রবন্ধ থেকে তিনি অতি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, নভেম্বর বিপ্লবের নেতা কমরেড ভ্লাদিমির লেনিন বারবার একথা বলেছেন।

সমাজতন্ত্রের অর্থ যেমন শোষণমুক্ত সমাজ আবার সমাজতন্ত্রের অর্থ শ্রমিক- কৃষকসহ সমস্ত মানুষের উন্নয়ন ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্রের অর্থ অভাব- বেকারি- দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং নারী- পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্ববাসী এর বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করল।

### নভেম্বর বিপ্লব মার্কসবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ফলশ্রুতি

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠা করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ মার্কসবাদ। শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, বৈষম্য মুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিশা উপস্থিত করল মার্কসবাদ। মানব সমাজের বিকাশের ধারাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ দেখালো যে মানব সমাজের বিকাশের ধারাতেই শোষণের আবির্ভাব ঘটেছে। শোষণভিত্তিক সমাজের বিকাশের ধারাতে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। শোষণভিত্তিক সমাজের চালিকাশক্তি হলো শ্রেণি সংগ্রাম। শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদ হলো সর্বশেষ শোষণভিত্তিক সমাজ। শ্রমিকশ্রেণি যারা হলো পুঁজিবাদী সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণি তাদের সাথে পুঁজিপতি শ্রেণির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী সমাজেরও অবসান ঘটবে। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ঘটবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার রাষ্ট্র— সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদীদের মানব সমাজের উত্তরণ ঘটবে। মানুষ সচেতনভাবে তাদের ইতিহাস তৈরির শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব কাজে ব্রতী হবে। সংগঠন অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে এই বিপ্লবকে সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত, সমস্ত প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে শ্রমিক বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে বিপ্লবী কর্তব্য সফল হতে পারে না। মার্কসবাদের এই শিক্ষা আত্মস্থ করেই পরিচালিত হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লব।

কমরেড লেনিনের পরিচালনায় রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক)-র নেতৃত্ব সফল করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। রুশ দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বিপ্লবের রূপরেখা প্রস্তুত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সফল করেছিল রুশ কমিউনিস্ট পার্টি। ‘ বাস্তব পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ’ করেই কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি অগ্রসর হয়েছিল। বিপ্লবের পরিস্থিতি থাকলেই বিপ্লব হবে না, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ‘ বিষয়ীগত দিক’ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি — মার্কসবাদের এই শিক্ষার বাস্তবায়ন নভেম্বর বিপ্লব।

### দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন লড়াই গড়ে তুলেছিল ভিত্তি

রুশ দেশের মাটিতে মার্কসবাদ প্রয়োগের প্রয়াস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ধরে পরিচালিত হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। এই পার্টি বিকাশের ধারায় বলশেভিক ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে পরিচিত হয়। মার্কসবাদকে রুশ

দেশের বাস্তবতায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে, পার্টি সংগঠনের রুশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমনকি পার্টির কার্যধারার পদ্ধতির প্রশ্নগুলি নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়েই পার্টিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিক- কৃষকসহ জনগণ ক্রমাগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন, পার্টি ক্রমাগত পুষ্ট হয়েছে। মতাদর্শগত ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে পার্টিকে যেমন বারবার পড়তে হয়েছে, আবার সরাসরি প্রবল আক্রমণ ও সন্ত্রাসের মোকাবিলা পার্টিকে করতে হয়েছে। এইভাবেই শ্রমিকশ্রেণির প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি রুশ দেশে বিকশিত হয়েছে। সম্ভব হয়েছে মানব ইতিহাসের অতুলনীয় ঘটনা নভেম্বর বিপ্লব সফল করা।

### পূর্বেকার দুইটি বিপ্লব

১৯০৫ সালে রুশ দেশের ব্যর্থ বিপ্লবের থেকে শিক্ষা নিয়েছে সে দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের পার্টি। পরবর্তী ১২ বছর ধরে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণসহ নানা ঘাত - প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম অগ্রসর হয়েছে। ১৯১৭-র মার্চ ( পূর্বতন ক্যালেণ্ডার অনুসারে ফেব্রুয়ারি) বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের অবসান ঘটল। এটা ছিল বুর্জোয়া- গণতান্ত্রিক বিপ্লব। নবগঠিত রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের নেতৃত্ব স্থাপিত হলো। মার্চ থেকে নভেম্বর এই সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য লেনিন সমগ্র পার্টিকে মতাদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করলেন। এই সময়কালে লেনিনের ঐতিহাসিক রচনাগুলি যথাক্রমে ' লেটারস ফ্রম্ এফার' *(Letters From Afar)*, ' এপ্রিল থিসিস' *(April Thesis)* এবং ' রাষ্ট্র ও বিপ্লব' মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে অসাধারণ সংযোজন।

পূর্ববর্তী দুইটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড লেনিন ও রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিস্থিতি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেন, গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিপ্লবের সময়কালে আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাদর্শের বিশ্লেষণকে সময়োপযোগী ও সমৃদ্ধ করে লেনিন দেখালে যে বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে প্রবেশ করে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরই হলো সাম্রাজ্যবাদ। লগ্নিপুঁজির আবির্ভাব ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকে পুঁজিবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। সর্বহারা বিপ্লবের সামনে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। পুঁজিবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সঠিক সময়ে সেখানে আঘাত করতে পারলে সর্বহারা বিপ্লব প্রক্রিয়াকে শুরু করা সম্ভব। এভাবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে এমনকি পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশেও সর্বহারা বিপ্লব সফল করার সম্ভাবনার কথা লেনিন উপস্থিত করলেন।

১৯১৬ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' এই রচনার মধ্য দিয়ে লেনিন সাম্রাজ্যবাদ— প্রসঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাসলে (*Basle*) কংগ্রেসে বিশ্বযুদ্ধের সাথে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির কোনও স্বার্থ নেই একথাই উত্থাপিত হয়েছিল। তাই শ্রমিকশ্রেণি স্ব স্ব দেশে পুঁজিপতি শ্রেণির সাথে পিতৃভূমি রক্ষা করার নামে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামকে অগ্রসর করবে। একমাত্র লেনিনের নেতৃত্বে রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই আহ্বানকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়িত করলেন। বিপ্লব সফল করলেন। বিপ্লবী সরকার প্রথমেই শান্তির ডিক্রি ঘোষণা করল।

### শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষা করার ঐতিহাসিক সংগ্রাম

বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ১২ টি পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী দেশের আক্রমণ শুরু হলো। উৎসাহিত করা হলো অভ্যন্তরীণ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে। কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলো এই আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করা ও পরাস্ত করার জন্য। তাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণি এগিয়ে এলো। এরপর এলো সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্ন। একটি পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশ জনগণ পরিচালনা করলেন। শিল্প, কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতি ক্রমাগত বিকশিত হলো। শিক্ষা-স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকারে রূপান্তরিত হলো। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বৈষম্য ঘোচানোর লক্ষ্যে সংগ্রাম গড়ে উঠল। পুঁজিবাদ যা কল্পনা করতে পারল না সেই ধরনের অধিকার শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুনিশ্চিত হলো। অল্প সময়ের মধ্যে শক্তিশালী দেশে পরিণত হলো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চমকপ্রদ সাফল্য অর্জিত হলো। সামরিক দিক দিয়ে তারা শক্তিধর দেশ হয়ে উঠল। সেই জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল। লালফৌজ ও রুশী জনগণের শৌর্য ও বীরত্বের ফলেই ফ্যাসিবাদের বিপদ থেকে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে চিন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবায় বিপ্লব সফল হলো। সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা কোণঠাসা হলো। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, মানব উন্নয়নের বিভিন্ন দিকে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সোভিয়েতের অগ্রগতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে টেক্কা দিতে সমর্থ হলো। খেলাধুলার প্রাঙ্গণের সাথে শিল্প- সাহিত্যসহ সংস্কৃতির আঙিনায় সমাজতন্ত্রের সাফল্য বিশ্ববাসীর সম্ভ্রম আদায় করে নিল। নভেম্বর বিপ্লবের ৭৪ বছর পর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ঘটল। বিশ্ব পুঁজিবাদী শিবির ব্যাপকভাবে উল্লসিত। প্রাথমিক বিহ্বলতা অতিক্রম করে এই বিপর্যয়ের কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, সি পি আই (এম)-র চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে (১৯৯২) এই বিপর্যয়ের চারটি কারণ উপস্থিত করা হয়েছিল।

১) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি।

২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিচ্যুতি।

৩) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিচ্যুতি।

৪) সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত করার ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা।

এই শিক্ষাগুলি আত্মস্থ করে, বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রাম অগ্রসর হচ্ছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সামরিক উল্লাস থেমে গেছে। ১৯৯১ সালের পর প্রায় ২৬ বছর অতিক্রান্ত। বিশ্ব পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে সংকটমুক্ত তো করতে পারেইনি, আরও গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে যে সংকট সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে তাকে এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাও ১৯২৯- ৩৩-এর মহামন্দার থেকেও ব্যাপকতর বলে চিহ্নিত করেছেন। মার্কসবাদের শিক্ষায় আমরা জেনেছি যে, সামাজিক উৎপাদনের সাথে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানায় হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই

পুঁজিবাদী সংকটের মূলে। এই দ্বন্দ্বের সমাধানে পুঁজিবাদ অক্ষম। সামাজিক উৎপাদনের সাথে সাযুজ্য রেখে সামাজিক মালিকানা সম্পন্ন সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এই দ্বন্দ্বের সমাধানে সক্ষম। বিজ্ঞানের নিয়মেই পুঁজিবাদের অবসান ঘটে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। শ্রমিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এটা ঘটবে। এটা সরলরেখার মতো সহজে ঘটবে না। পুঁজিপতি শ্রেণি সমাজের এই রূপান্তর মেনে নিতে পারে না। তারা সর্বতোভাবে বিরোধিতা করবে। সংগ্রাম কঠিনতর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবেই। মার্কসবাদ যা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ হিসাবে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কাছে পরিচিত, সেই মতবাদকে অবলম্বন করেই বিপ্লবী রূপান্তর প্রক্রিয়া অগ্রসর হবে। এটাই তো মহান নভেম্বর বিপ্লবের অমোঘ বার্তা। তাই তো নভেম্বর বিপ্লবের অবদান ও বার্তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।